বিয়ে ও বিচ্ছেদ

আরমান

প্রকাশ

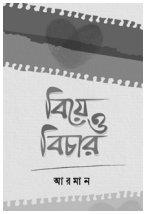

১.

বখতিয়ার রাকিবের বাসায় যখন ঢুকলাম তখন দুপুর আড়াইটা বাজে। এই সময়ে আমাদের এলাকার উঁচু-নিচু কাঁচা-পাকা সমস্ত বাড়িঘরে আমি নিশ্চিত যে মানুষজন খেতে বসেছে খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে এবং তাদের সামনে তাদের স্ত্রীরা দয়ার ডানা মেলে ধরে মায়ার আঁচলে কপালের ঘাম মুছে দিয়ে দুই হাতে ছড়িয়ে দিয়েছে খাবারের টেবিলের ওপর, খাবারের দস্তরখানের ওপর, দুই-তিন পদের তরকারি—মাছ-মাংস-ডিম-ডাল-সবজি; সঙ্গে আচার, সঙ্গে কাঁচা পিঁয়াজে-মরিচে মাখানো সালাদ; আর স্বামীরা যখন এক হাত খাবারে ডুবিয়ে অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পানির গ্লাসের দিকে, তখন তারা দ্রুত জগ হাতে গ্লাসে গ্লাসে পানি ঢেলেছে সরসর এবং এইমাত্র কারেন্ট চলে যাওয়ায় এক সতী স্ত্রী হাতপাখা নিয়ে এলো এবং আরেকজন তার স্বামীর খাওয়া প্রায় শেষের দিকে বিধায় সরবরাহ করল বিশুদ্ধ দই ও মিষ্টান্ন।

মোটামুটি এভাবেই আমাদের এলাকার প্রেমময়ী স্ত্রীগণ যখন সুসম্পন্ন করছে তাদের পতিভজনার দায়িত্ব, তখন—আমি, বখতিয়ার রাকিব, তার মা, তার আত্মীয়স্বজন ও তার তিন বন্ধু—আমরা সবাই না-খাওয়া; সবাই খিদায় পেট চোঁ চোঁ এবং আমি ছাড়া সবাই উদ্‌বিগ্ন—চেহারা দেখে বোঝা যায়; সবাই একটা রুমে কেউ বিছানায় পা তুলে, বালিশে হেলান দিয়ে, কেউ চেয়ারে, কেউ দরজার কাছে বসে বসে গড়ে তুলেছি একটি মহান বিচারসভা, একটি পবিত্র অখণ্ডনীয় থমথমে পরিবেশ; কারণ আমাদের সবার প্রিয় বন্ধু বখতিয়ার রাকিব একটি ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে, সে মস্ত বড়ো একটা সামাজিক ছিছি আর থুথু ধরনের অপরাধ ঘটিয়ে ফেলেছে;—ছাত্র বয়সেই, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই, এবং এই বিশাল খোলা নীল আকাশের নিচে উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকে সাক্ষী রেখে, কোনোরকম লাজলজ্জা ছাড়াই, কাউকে না জানিয়ে জাস্ট বিয়ে করে ফেলার মাধ্যমে।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যকার একজন বয়স্ক মহিলা বললেন যে বিষয়টা খুবই

ন্যক্কারজনক এবং তাকে সায় জানাল বাকি মহিলা আত্মীয়স্বজনেরা। তাদের সবাই শুধু বিবাহিতই না, বরং তাদের অন্তত দুইজন প্রতিদিন দুইবেলা আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দেয় তাদের দ্রুত বর্ধনশীল নাতিদের মাথায়; আরেকজনের দুটো সন্তান দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠেছে এবং আরেকজনের একটি সন্তান কোলে ও আরেকটি অন দ্য ওয়ে।

তাদের কাছে এমন কোনো আশা নেই যে তারা বখতিয়ার রাকিবের পক্ষে বলবে। তাদের মধ্যকার সবচে ছোটো যে, সেও নিশ্চিত বড়ো হয়েছে নব্বইয়ের দশকে, যখন তার শরীর বাস করেছে যথাসম্ভব পরিশীলিত, নিরাপদ ও সুপ্ত-সংরক্ষিত অন্দরে; আর রাস্তাঘাটে যদি বের হয়েওছে তো বাড়ি ও সমাজের মুরুব্বিদের রক্ষণশীল নজরের আওতায় তার ওড়নার পরিধি থেকেছে দীর্ঘ প্রসারিত; আর পথে যদি কোনো প্রেমিকপুরুষ চিঠিহাতে দাঁড়িয়েও থেকেছে তবে ধরে নেওয়া যাক সে মোটাদাগে ব্যর্থই হয়েছে প্রতিবার। মোটকথা তারা যৌবনের স্বাদপ্রাপ্ত, অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে এখন স্তিমিত, স্থির ও নিস্তেজ। তারা বখতিয়ার রাকিবের পক্ষে থাকবে সেই আশা ছিল না। আশা ছিল বখতিয়ার রাকিবের বন্ধুদের কাছে, যে, তারা হয়তো তার পক্ষে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলবে এবং যদি পক্ষে সরাসরি নাও বলতে পারে তো অন্তত এমন একটা অবস্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলবে, যাতে বাহ্যত তাদের অবস্থান নিরপেক্ষ মনে হলেও, তাদের কথার পথ ধরে যদি সামনে আগানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, সেটা বখতিয়ার রাকিবের অনুকূলেই গিয়ে শেষ হয়েছে।

কিন্তু দেখলাম ভুল আশা রাখা হয়েছে ভুল পাত্রে। অতএব যেই তার ঢাকনা খুলে দিলো স্বয়ং বখতিয়ার রাকিব ফলে তার এক বন্ধু লাভ করল কথা বলার সুযোগ, দেখলাম সে তার বন্ধুর পক্ষে না দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল তার পরিবারের মা-খালা-ভাবি-নানিকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা ওই আত্মীয়স্বজনেরই পক্ষে; হায়, কীভাবে পরিবেশের মধ্যে একটা সুশীলতার আভা ছড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে যথাসম্ভব সবার সামনে একটা গুডবয় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে; হায়, কীভাবে ওই পরিবারের সকলের প্রতি আস্থার জয়গান গাইতে গাইতে।

বক্তব্যের এক পর্যায়ে সে আক্ষেপের সুরে শোনাতে লাগল তার অতীত ভুলের কথা, যে, সেও একটা সম্পর্কে জড়িয়েছিল, সেটা টেকেনি, আসলে বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে করা কোনো সম্পর্কই টেকে না, ইত্যাদি।

‘ও বন্ধু, তুই এখন বুঝছিস না পরে বুঝবি; ও বন্ধু, তুই তো এখনো ওইসব ঘটনা

উকিলনানা বললেন, 'মূলত আমি মোবাইলে সবই শুনেছি কী কখন কবে কীভাবে। সারকথা হলো ছেলে বিয়ে করে ফেলেছে অথচ পরিবার রাজি না। কবুল বলে ফেলেছে অথচ পরিবার না-কবুল। এখানে অনেকগুলো বিষয় চলে আসে : পরিবার সমাজ ধর্ম রাষ্ট্র। পরিবারের দৃষ্টিতে এই বিয়ে না-কবুল। সমাজের দৃষ্টিতেও না-কবুল। ধর্মের দৃষ্টিতে কি কবুল? সেই আলাপে আমি যাব না। আমার আলাপ বরং সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে এ ব্যাপারে রাষ্ট্র কী বলে।

দেখুন আমাদের ওপর রাষ্ট্রের কত অনুগ্রহ। দেখুন রাষ্ট্র তার দয়ার ডানা কেমন আদরে-শাসনে মেলে ধরে রেখেছে আমাদের মাথার ওপরে লাল শামিয়ানার মতো, যেখানে ফুলও ফুটে আছে আবার রক্তও লেগে আছে, আহা, মা মুরগি যেভাবে তার দয়ার ডানার নিচে তুলতুলে ছানা আগলে রাখে। মোটকথা রাষ্ট্র আমাদের ছায়া দিয়েছে, সড়ক দিয়েছে, চোদ্দো তারিখ রাতে পথেঘাটে জোছনাকে ধর্ষণ করার জন্য দিয়েছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সড়কবাতি; বানিয়ে দিয়েছে সেতু-ব্রিজ-টাওয়ার ও মানবসভ্যতার মেলবন্ধনের প্রতীক উন্নত বন্দর। ফলে আমরা আমদানি-রপ্তানি, আমরা দ্রুতগতির পারাপার। এরপর দেখুন, রাষ্ট্র আমাদের দিয়েছে ন্যায়বিচারের কোর্ট-কাচারি যার উঠানে এক আমগাছের কাকের বাসার নিচে আমি কাটিয়ে এসেছি আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়। আহা, কাক কতবার হাগু করে দিলো আমাদের পবিত্র সাদা ফাইলপত্রের ওপর, আর আমরা কতবার গুঁড়িয়ে দিলাম কাকের বাসা। কারণ সেখানে আসামি যেমন আছে, তেমনই আছে তার শাস্তিবিধান, আছে আসামি বাঁধার দড়ি, গাছে ওঠার মই; আছে ন্যায়বিচারের সিঁড়ি, দাঁড়িপাল্লা আর ঠকাঠক হাতুড়ি; আছে শক্তপোক্ত মসৃণ কাঠের কাঠগড়া যাতে কখনো ঘুণপোকার দল কামড় বসাতে সাহস করেনি। আহা কী সেই ক্ষমতা-থরথর পরিবেশ যেখানে গেলে শরীর আপাদমস্তক শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। তো আমরা কি সেই মহান বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা রেখে আরেকটিবার জানতে চাইতে পারি না যে এখন আমাদের করণীয় কী?'

উকিলপত্নী নানি তার স্বামীর কথার মধ্যে দড়াম করে দাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা নিয়ে আর বাঁচি না। আমি জানি তুমি সত্যপন্থী সাহসী উকিল হিসেবে পুরস্কার পেয়েছ। কিন্তু মনে রাখা উচিত, এটা তোমার সেই ক্ষমতাময় পরিবেশ নয়। এখানে তুমি কোনো পেটফাঁপা জজসাহেবের হাতুড়ির ঠকঠকের সামনে কালো আলখেল্লা পরে দাঁড়িয়ে নেই যে এত ভূমিকা বয়ান করতে হবে। এটা কি রাষ্ট্রের অনুগ্রহ আর ন্যায়বিচারের মহত্ত্ব বিষয়ক রচনা

প্রতিযোগিতা? এখানে দাঁড়িপাল্লা অনুপস্থিত, কাঠগড়া অনুপস্থিত, আসামি কিনা বসে আছে বিচারকের চেয়ে উঁচুতে খাটে হেলান দিয়ে—কোনো ভয় নেই, এদিকে আমি বসেছি একটা ভাঙা টুলে, সবার চেয়ে নিচুতে—কারও পরোয়া নেই, আর তুমি বসেছ একটা পুরানো চেয়ারে টলমল, এখানে এত কেতাবি ভূমিকা কীসের? করণীয় বিচারব্যবস্থার কাছে কেন জানতে চাইতে হবে? করণীয় আর কিছুই না। ওই মেয়ে তালাক তালাক তালাক। এক দুই তিন, ঝাড়া তিন তালাক দিন। ব্যস। এটাই আমরা চাই। আর এই কাজে একজন ন্যায়পর উকিল হিসেবে জনমদুঃখিনী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের সাহায্য করবে তুমি।'

আন্টি বললেন, 'হ্যাঁ উকিল-আম্মা, আপনি সত্য বলেছেন। মূলত এ কারণেই আপনাদের ডাকা।' আংকেল নিশ্চুপ রইলেন। তিন বন্ধুর একজন আন্টির কথায় সমর্থন জানিয়ে মাত্র কিছু একটা বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই উচ্চ আওয়াজে প্রতিবাদ করে উঠল বখতিয়ার রাকিব, 'বের হয়েছে। এই এতক্ষণে দেখেন আরমান ভাই, বের হয়েছে এদের মনের কথা। মানে তারা সরাসরি তালাকই চায় কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে ইনিয়েবিনিয়ে বলছে বিভিন্ন কথা, বলছে স্ট্যাম্প পেপার, মিথ্যা আশ্বাস, ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, টানা সইস্বাক্ষর, আইন-আদালত-উকিল। ও, এই ছিল তাদের মনে? তাহলে সন্ধ্যার পর থেকে এই এতক্ষণ যে বিভিন্ন শর্ত লেখালিখি হলো শিকাগো, এরপর সেই শর্তগুলোর অধীনে উইলিয়াম, উভয় পক্ষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ক্যাম্পবেল, তুলনামূলক আইনি আলোচনার জন্য জাকির, এত দূর থেকে যে আসলেন উকিলনানা নায়েক, কত করে বললাম যে আমি মোটরসাইকেলে গিয়ে নিয়ে আসি, কিন্তু তারা আমার কথা শুনলেন কই, তো এই এত দূর আসলেন নিজের খরচে, সেই কষ্টের দাম নেই? সেই যাত্রাভাড়ার দাম নেই? তালাকই যখন হবে তাহলে তাদের ডাকার কী দরকার?'

আমি বখতিয়ার রাকিবের তোলা সুরে সুর মেলালাম, 'হ্যাঁ, তালাকই যখন হবে, তাহলে এই বিচারসভা কেন? এত শর্তনামা কেন? আমি মাত্র ফিডার চুষতে চুষতে পিসির সামনে বসেছি একটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা কাজ শেষ করব এই সংকল্প নিয়ে, সেখান থেকে আমাকে বগলদাবা করে উঠিয়ে আনা কেন? এটা তো গুয়েনতানামো বে আর আবু গারিবের ওই আট ফুট বাই পাঁচ ফুটের টেবিলে শুইয়েই সমাধান করা যায়; এভাবে যে, প্রথমে আসামি কালপ্রিট বখতিয়ার রাকিবকে গরুবাঁধার মতো করে চারপাশ থেকে জাপটে ধরে হাত-পা বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হবে টেবিলে। এরপর আলমারি থেকে অনেক ফুলতোলা

বালিশের কভার, অনেক রঙিন কোশন, অনেক ঠান্ডা কাঁথার নিচ থেকে টেনে বের করা হবে সবচে পরিষ্কার লালটুকটুক মণিপুরী গামছা এবং সেটাকে পেঁচিয়ে দেওয়া হবে আসামির চোখে-মুখে। ততক্ষণে একজনকে, ধরা যাক তার ছোটো ভাইকেই, পাঠানো হবে দোকান থেকে একটা দুই লিটারের সেভেনআপ কিনে আনতে। এরপর সবাই কাচের গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করে উদ্‌যাপন করে সম্ভাব্য সফলতা সেলিব্রেট করে যেই নিঃশেষ করে ফেলবে পুরো বোতল, সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্ণ করা হবে বিশুদ্ধ মিনারেল ওয়াটার দিয়ে এবং তা থেকে অবিরাম জল ঢালা হতে থাকবে বখতিয়ার রাকিবের নাকের সোজাসুজি। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ওয়াটারবোর্ডিং চলাকালে অন্তত তিনজন চেপে ধরে থাকে আসামির হাত-পা ও শরীরের পার্শ্বদেশ। দিনশেষে এটা তো খুবই প্রাকৃতিক ব্যাপার। কাউকে শ্বাস নিতে না দিলে তার শরীর তো ঝাড়া দিয়ে উঠবেই। এখানে অমানবিকতার কী আছে? আর বেশি সময় তো না, এভাবে জাস্ট পাঁচ-ছয় মিনিটের তিনবার দমবন্ধের এক্সপেরিয়েন্স শেষে আসামি যখন হাঁপিয়ে উঠবে এবং তার নাক-মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে ভিজে জবজবে গামছাটা, তখন তো মোটেই দরকার পড়বে না এই ঘণ্টার পর ঘণ্টার অনর্থক বিচারসভা, অহেতুক জোরাজুরি, আইন-আদালত-উকিল; কারণ তখন স্রেফ এক চোখের ইশারাতেই বখতিয়ার রাকিব তিনবার বলে ফেলবে : তালাক তালাক তালাক।'

আংকেল সমর্থন জানালেন আমার কথায়, 'আরমান ঠিক বলেছে, নিরপেক্ষ কথা বলেছে। মূলত তার এসব মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার কারণেই আমি তাকে আমার ছোটো ছেলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি, যাতে সে বাচ্চার মনস্তত্ত্ব বুঝে পড়াতে পারে। বস্তুত আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, প্রকৃতপক্ষে এটা এক আজব সুন্দর ঘটনা যে, আমার আজকের ছোটো ছেলের বয়সে এই আরমান কিন্তু আমার কাছেই প্রাইভেট পড়েছে বাংলা-অঙ্ক-ইংরেজি। আমিই কিন্তু তার বাংলা খাতায় গোল গোল করে সবুজ কালিতে দাগিয়ে দিতাম অসংখ্য বানানভুল।

আমার তো মাথায় ধরে না, যে-ছেলের একটা সময় এত বানান ভুল যেত যে সেগুলো দাগাতে দাগাতে দুই দিনেই আমার দামি সিগনেচার পেনের কালি ফুরিয়ে আসত আশঙ্কাজনক হারে, সে কীভাবে আজ নিজেকে একজন ব্যস্ত প্রুফরিডার হিসেবে দাবি করে? তাকে এত ফাইল দেয় কে?

না, এখানে আমি মোটেও প্রকাশনীগুলো যে অযোগ্য লোক দিয়ে ভরে গেছে সেই আলাপ তুলছি না। আমি বলতে চাইছি, আজকের তরুণ শিক্ষক আরমান,

যদিও সে অত্যন্ত সফলতার সাথেই আমাদের চোখের সামনে বেড়ে উঠেছে গা ঝাড়া দিয়ে, কিন্তু তার মনে রাখা উচিত, আজ তাকে এখানে আনা হয়েছে প্রুফরিডিংয়ের জন্য নয়, মনস্তাত্ত্বিক লেকচার দেওয়ার জন্যও নয়; আনা হয়েছে বিয়ে-তালাক বিষয়ক অনেক অজানা বিষয় জানার জন্য। আমি আশা করব, সে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। শর্তগুলো নিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা করবে।'

আংকেলের এমন সমন্বয়বাদী জাদুকরী ভাষার মায়ায় কোত্থেকে যেন ধড়ফড় উড়ে এলো একদল পরম শান্তির বাতাস। আহা কী সুধা কী মায়া গো, আমি আবেশে প্রায় চোখ বুজেই ফেলেছি বটের মূলে নদীর কূলে কূলে, তখন দরাজ গলার উকিলপত্নী ধমকে উঠে বললেন, 'শর্ত শর্ত শর্ত। কী এমন লেখা হয়েছে শর্তফর্ত। বাপ বলে শর্ত, পুত বলে শর্ত, ফিডারচোষা আরমান বলে শর্ত, এরকম কত শর্তনামা ব্যর্থ হতে দেখলাম এই একজীবনে মাথার কাঁচাপাকা চুল, গায়ে মলিন শাড়ি। হেহ।'

'শর্তগুলো শোনা হোক।' এতক্ষণে প্রধান বিচারপতির আসনে ফিরে এলেন উকিলনানা। আমি দেখলাম, এতক্ষণ চুপ থাকাতেই তার প্রভাব বরং বেড়েছে। সেই কবে কে যেন বলেছিল, এই ফুকোদা-দেরিদা-ফেলুদা-কান্ট-রাসেলে-হেগেলে-রামরহিম-মোদি-কাকাবাবুদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল যে, ক্ষমতা গুপ্ত-সুপ্ত থাকা অবস্থাতেই ক্ষমতাবান এবং প্রকাশ্যে লাইমলাইটের নিচে এলেই ক্ষমতা হারাতে শুরু করে তার ক্ষমতা। খুবই ভালো কথা কিন্তু এটা এখন মনে পড়ল কেন?

চিন্তা আসলে কীভাবে ভাবের জোগান দেয় তা নিয়ে ভাবছি, তখন বন্ধুবৎসল হাতওয়ালা বন্ধু কামরার ত্রিশ ওয়াটের অ্যানার্জি বাল্বের নিচে শর্তনামা মেলে ধরে পড়তে লাগল জোরে জোরে :

বখতিয়ার রাকিব ও পরিবারের যৌথ শর্ত

১. একাডেমিক পড়াশোনা ঠিক রেখে সংসার চালানোর মতো সক্ষমতা (ন্যূনতম ৩০ হাজার) যেদিন হবে, সেদিন ছেলের বাবা-মা নিজেরা গিয়ে ওই মেয়ের সাথে ছেলেকে বিয়ে করিয়ে নিয়ে আসবে।

পরিবারের শর্ত

২. এক নাম্বার শর্ত পূরণ হওয়া পর্যন্ত মেয়েকে সচ্চরিত্রবতী হয়ে

[হাসাইগাড়ি বিল,[২] নওগাঁ]

আন্টি বললেন, 'কই দেখি তোদের বিয়ের ডকুমেন্ট দেখি বের কর দেখি কত হিম্মত একবার দেখি।' যেন বিয়ের কাবিননামা মানুষ রেখে দেয় ট্রাউজারের পকেটে পকেটে করোনার মাস্কের সাথে, মাথার তেলচিটে বালিশের নিচে কিংবা উদ্ভাস-উন্মেষের প্রশ্নব্যাংকের তেতাল্লিশ নং পৃষ্ঠায়, ভাত খেয়ে এসে পড়তে বসার ঠিকানা হিসেবে।

বখতিয়ার রাকিব বলল, 'আসলে আমি বলতে চাইছি যে বস্তুত আমার, প্রকৃতপক্ষে আমাদের, বিয়ে হয়েছে মূলত ঘরোয়াভাবে। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে বসার ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে শোকেজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেয়ের মা আর তার সঙ্গে কয়েকজন সাক্ষী : তিনজন পুরুষ, একজন নারী। আমি আর আমার প্রিয় স্ত্রী আহা কীভাবে বসে ছিলাম পাশাপাশি হাতছোঁয়া দূরত্বে আহা। আমরা পাশচাউনিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছি আর তখন কোত্থেকে যেন গাইতে শুরু করেছে বসন্তের কোকিল আর মসজিদের পাশের গুলমোহরের গাছদুটো বাতাসে ঝরিয়ে দিয়েছে একরাশ রক্তিম পুষ্পরাজি। আহা কিছু সময় যদি এভাবেই কেটে যেত। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা দুনিয়া। এখানে কাশ্মীরের মতো স্বর্গরাজ্যেও হঠাৎ বিদেশি খাবার খাওয়ার ফলস্বরূপ গুলিয়ে

২. https://www.youtube.com/watch?v=8wbhfnKAZqc&t=19s

উঠতে পারে পেট, আর তখন দেখা গেল এক অপার্থিব সুন্দর বরফঢাকা পাহাড়ের পাদদেশে তুমি উগড়ে দিয়েছ পিচ্ছিল বমি। কারণ স্মর্তব্য যে এটা দুনিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের ওই সুখ-সুখ আবেশমাখা পরিবেশের মধ্যে ভারী পদক্ষেপ রাখলেন পরিণত কাজি সাহেব। তিনি এসে বসলেন আমাদের মুখোমুখি মেঝেতে ঘরময় বিছিয়ে দেওয়া চাটাইয়ের 'পরে। এরপর কিনে আনা হলো প্রতিবেশী একটা ফটোকপির দোকান থেকে কয়েকখানা ছিমছাম সাদা পাতা। সেখানেই তোলা হলো আমাদের যাবতীয় তথ্য আর এরপরের কাজ খুবই সহজ, আমি বললাম 'রব্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজিনা ও যুররিইয়াতিনা কুররাতা আইয়ুন', এরপর বুক ভরে একটা শক্তিবর্ধক শ্বাস টেনে এবং নির্ভারতার এক নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে, মেয়ের মা ও কয়েকজন সাক্ষীর সামনে আমি তিনবার স্পষ্ট উচ্চারণে বলে ফেললাম, কবুল কবুল কবুল।'

আন্টি হঠাৎ কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার ধরনে বললেন, 'হয়নি। বলেছিলাম না হয়নি যতই শরিয়ত শরিয়ত করুক। যেই বিয়েতে মেয়ের কোনো পুরুষ অলি নেই সেই বিয়ে বাতিল বাতিল বাতিল। এখনই সে নিজের মুখে স্বীকার করল যে কোনো পুরুষ অলি ছিল না।'

আমি বললাম, 'এই বিয়ে হয়েছে। প্রথমত হানাফি মাজহাবমতে এই বিয়ে শুদ্ধ। আয়িশা রা. নিজে এরকম বিয়ে দিয়েছেন। শাফেয়ি মাজহাবমতেও শুদ্ধ কিছু মনে করবেন না বখতিয়ার রাকিব যেহেতু আপনার স্ত্রী হলো সাইয়েবা বা তালাকপ্রাপ্তা। আর হানাফি মতে মেয়ের কোনো পুরুষ অলি না থাকলে, সহজ কথায় মেয়ের বাবা দাদা ভাই চাচা চাচাতো ভাই মোটামুটি এরা না থাকলে, আসাবা আর কাছের-দূরের আত্মীয়স্বজন না থাকলে মেয়ের মা-ই হবে অলি। আর সালাফি মতে যতদূর জানি এসব এসব না থাকলে শাসকের প্রতিনিধি হবে অলি। তো সেদিক থেকেও তো আছে একজন রাষ্ট্রস্বীকৃত উকিল সাহেব। তাহলে হবে না কেন?'

ভাবি বললেন, 'না। এ পর্যায়ে এসে আমি আর কিছুতেই মানতে পারছি না। এই তুমি বখতিয়ার রাকিব আর কত ভুল করবে? একের পর এক ভুলের কথা প্রকাশিত হয়েই চলেছে। একে তো প্রেম করেছ ভালো কথা এটাকে আমি খারাপ বলছি না, কিন্তু কী করলে? এরপর আবার বিয়েও করলে। এটা তো খারাপ। এই গেল এক নাম্বার ভুল। তারপর আবার কিনা মেয়ে ডিভোর্সি। দুই নাম্বার ভুল। তারপর আবার শুনলাম দেনমোহর নাকি পাঁচ লাখ টাকা। সিরিয়াসলি? আমার